ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মেরিন একাডেমীর ৫১তম ব্যাচের গ্রাজুয়েশন প্যারেড এর উদ্বোধনী বক্তব্যের টকিং পয়েন্টঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

শনিবার, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬, গণভবন, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

- উপস্থিত সুধিবৃন্দ, সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
- বিশেষ করে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমীর ৫১ ব্যাচের ১৩২ জন নটিক্যাল ক্যাডেট ও ১২৮ জন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডেটদের গ্রাজুয়েশন প্যারেডে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।
- ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। তাই শুরুতেই আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও সম্ভ্রম হারা ২ লাখ মা-বোনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।
- আজ ইংরেজী বছরের শেষ দিন। সবাইকে ইংরেজী নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা।
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী আন্তর্জাতিক সমুদ্রগামী জাহাজ পরিচালনার জন্য সুদক্ষ মেরিন ক্যাডেট ও অফিসার তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান।
- স্বাধীনতার পর মার্চেন্ট মেরিন অফিসার ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ার তৈরীতে এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
- ১৯৬২ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা এটিকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলেন। তিনি 'ডেভলপমেন্ট অব মেরিন একাডেমী' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেন।
- ২০১৬ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের ৪,৩০০ মেরিনার প্রতি বছর ১,৬০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেন।
- এই খাতের সম্ভাবনার কথা ভেবে ২০১১ সালে ৪৫ ব্যাচের গ্রাজুয়টদের প্যারেডে উপস্থিত হয়ে আমি ' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলাম।
- ২০১৩ সনে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি' নামে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করে।
- খুব শীঘ্রই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস চট্টগ্রামের বাকলিয়াতে স্থাপিত হবে।
- ২০১৬ সাল থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী পাস কোর্সকে ৪ বছর মেয়াদী অনার্স কোর্সে উন্নত করা হয়েছে। এতে সমুদ্র বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ আরও সহজ হবে।
- বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি' এর অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান। একই সঙ্গে বিশ্ব জুড়ে ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির থাকা ১৪ টি শাখার মধ্যে অন্যতম।
- ২০১১ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ২০১৫ সনে সিঙ্গাপুর পোর্ট অথরিটির প্রশিক্ষণ শাখা থেকে প্রশিক্ষণ-মান স্বীকৃতি অর্জন করেছে।
- এই একাডেমীর কমান্ড্যান্ট 'চার্টার্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার' সাজিদ হোসেন ২০১৩ সালে 'ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির' বোর্ড অব গভর্নেন্সের একজন গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন।
- সাজিদ হোসেন ২০১৬ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন' এর 'মেরিটাইম অ্যামবাসেডর' নির্বাচিত হয়েছেন। যা দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে।
- বিজয়ের এই মাসেই বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী আন্তর্জাতিক মান সূচক আইএসও ৯০০১ : ২০১৫ সালে সনদ অর্জন করেছে।
- ইতিমধ্যে তিনটি ব্যাচে ৪৮ জন মেয়ে একাডেমীতে এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের সমুদ্রগামী জাহাজে ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে।
- ২০১৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের 'মেরিটাইম লেবার কনভেনশন ২০০৬' অনুস্বাক্ষরে এই একাডেমী সরকারকে পেশাগত কনসালটেন্সি দিয়ে সহযোগিতা করেছে।

- ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি’ প্রতিষ্ঠা এবং রংপুর, পাবনা, বরিশাল ও সিলেটে চারটি মেরিন একাডেমী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একাডেমী সহযোগিতা প্রদান করছে।
- চট্টগ্রামে ‘পরিত্যক্ত সমুদ্র জাহাজের নিরাপদ ‘রিসাইক্লিং’র ক্ষেত্রে একাডেমী সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে।
- আমার সরকারের সময় ২০০০ সালে বাংলাদেশ ‘ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন’ এর হোয়াইট লিষ্টভুক্ত হয়।
- ২০০১ সালে আমরা সরকারে থাকার সময় জাতিসংঘের ‘ল অব দি সী কনভেশন’-এ অনুস্বাক্ষর করেছি।
- সেই পথ ধরে ২০০৯ আন্তর্জাতিক আদালতে আইনী লড়াই শুরু করি। তারপর ২০১৪ সালে আমরা ‘সমুদ্র বিজয়’ করি।
- বাংলাদেশ ১৭১ সদস্য রাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের ৪০ সদস্য রাষ্ট্রের ‘কাউন্সিলে’ বিগত এক দশক ধরে একটানা নির্বাচিত হয়ে আসছে।
- বাংলাদেশের মার্চেন্ট মেরিন ক্যাপ্টেন মইন আহমেদ ২০১৫ সালে ‘ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন’ এর মহাসচিব পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এই অর্জন ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট’ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কাজে লাগবে।
- বর্তমান বিশ্ব প্রতিযোগিতামূলক। আমাদের মেরিন ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষ হতে হবে।
- আমাদের ছেলে-মেয়েদের উপর আমার আস্থা রয়েছে। দেশে-বিদেশে যেখানেই কাজ কর-‘দেশ প্রেম’ হবে তোমাদের মূল মন্ত্র।
- জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার দায়িত্ব তোমাদের।
- তাই মনে রাখবা-কেবল সমুদ্রচারী হিসাবে হয় বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে যেভাবে, যেখানেই যাও, দেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরবে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আইসিটি নীতিমালা এবং আইন-২০০৯ করা হয়েছে।
- আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি।
- সারাদেশে ৫ হাজার ২৭৫ টি ডিজিটাল সেন্টার থেকে সার্ভিস দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে।
- আমি তোমাদের সকলের কর্মজীবনে সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ,
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

...

ঊৎৎড়ৎ! টহশহড়হি ংরিঃপয ধৎমঁসবহঃ.